দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 FEB 2008 পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় টাঙ্গাইলে একটি বিদ্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার সেন্টারে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে পাকিস্তান

ইনকিলাব রিপোর্ট

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা হচ্ছে কোনো জাতির উন্নয়নের জন্য মৌলিক উপাদান। একটি সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও এই দু'টি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান সরকার বন্ধুপ্রতিম বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবদান রাখার জন্য এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০০৫ সালের পর থেকে পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এই উদ্যোগের শুরুতেই আলোকপাত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত ১১১টি কম্পিউটার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এসব পৃঃ ৮ঃ কঃ ৮

সহায়তার হাত বাড়িয়েছে পাকিস্তান

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– চাপাখালী মহিলা শিল্পী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বগুড়া, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কুড়িগ্রাম, সৈয়দ জামিল সলেহ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভিকারুননিসা বালিকা স্কুল ও কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম, আনসারউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রাম অম্বিকাপুর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম খ্যামন জামাত, চট্টগ্রাম, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কিশোরগঞ্জ, গ্রীন ডিসঅ্যাবল ফাউন্ডেশন (জিডিএফ) সিলেট, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, পিএমএসএস বিজয়নগর, ঢাকা, মালেকা আনোয়ার ফাউন্ডেশন, ঢাকা এবং এমএন একাডেমী ফরিদপুর।

এসব কম্পিউটার সেন্টারের পাশাপাশি গাজীপুরে এইচসি কমপ্লেক্সে অন্ধ শিশুদের জন্য একটি কম্পিউটারভিত্তিক ব্রেইলি সেন্টারও স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটারভিত্তিক এই ব্রেইলি লাইব্রেরি থেকে দ্রুত ও ব্যাপকহারে অন্ধ শিশুদের জন্য ব্রেইলি শিক্ষা উপকরণ তৈরী করার ফলে এই স্কুলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া একই স্কুলে একটি কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টারের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশ্বকে আরো জানার জন্য ইন্টারনেট সুবিধা লাভ করতে পারবেন।

এদিকে স্বাস্থ্য খাতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন দাতব্য হাসপাতাল এবং হিতৈষী প্রতিষ্ঠানে সাতটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– চট্টগ্রাম জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ, দ্য ন্যাশনাল ইএনটি, হেড অ্যান্ড নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর এজেড অ্যান্ড ইনস্টিটিউট অব জেরিয়াট্রিক মেডিসিন (বিএএআইজিএম), ঢাকা, পক্ষাঘাত পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি), সাভার ঢাকা, আল হিরা হাসপাতাল, গাজীপুর এবং সাইফ ইসলামিয়া হাসপাতাল, রংপুর। এছাড়া আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন (ঢাকা শিশু হাসপাতাল), আই অপারেশন মাইক্রোস্কোপ (ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা) এবং এনেসথেসিয়া মেশিন (প্রবীণ হাসপাতাল, ঢাকা) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একটি প্যাথলজি ল্যাবের উন্নয়ন (ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা) ডেন্টাল ইউনিট, ডেন্টাল চেয়ার এবং এক্স-রে মেশিন (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ) প্রদান করা হয়েছে। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

চলতি অর্থবছরে পাকিস্তান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরো ৬টি কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করবে, এছাড়া বগুড়ায় আল্লামা ইকবাল মিলনায়তন এবং সাংস্কৃতিক সেন্টার নির্মাণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। বাংলাদেশী বেসরকারী সংগঠন টিএমএসএস এই সাংস্কৃতিক সেন্টারটি রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করবে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে এসব সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধন ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে। এই সহায়তা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিদ্যমান বিশেষ সম্পর্কের প্রতিফলন।